ଶାଳିକ୍ଷ – ଜେଜ୍ଞୀନ

প্রস্তাবনা।

গীত।

ইমন ভূপালী।

একতালা।

প্রেম-নিকেতন।
জন মানস রঞ্জন কারণ ॥
রসিক ভাবুক চিত্ত বিনোদন,
প্রেমিক জন, সাধনেরি, ধন
হরিলীলা গাব আজি হয়ে সবে এক মন ॥
প্রেম-নদী যাহে সদা নিরমল বহিছে,
সুখ-লহরী-বিকাশি প্রেম ছবি, উঠিছে,
সুধী জন বাঞ্ছিত যে ধন ॥

গীত।

রাধিকা—

সিন্ধু জঙ্গলা—যৎ।

যদি দেখি নাথ সখী,
না করেন, কলঙ্ক মোচন।
আর না ভাবিব মনে, প্রাণের সে প্রিয় জনে,
প্রিয় জনে নাহি প্রয়োজন॥
আমি, জীবনে মিশাবো জীবন।

বৃন্দে। ও কি সখি বল কি ?

গীত।

বৃন্দে—

ইমন্ কল্যাণ—আড়াঠেকা।

কণ্টক মৃণালে, যে বিধি গঠিল
কমল সে বিধির সৃজন॥
কমল শ্যাম আঁখি, বারেক হেরিলে সখী,
দেখিব রবে কোথা পণ।
কুবাক্য কণ্টক আর, রবে কি মনে তোমার,
মজিবে কমলে তব মন॥

গীত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যে করে, তারি তরেরে।
প্রবোধ না মানে মন, প্রবোধিব কারে রে।
আর নাহি মানে মানা, শুনে না লোকলাঞ্ছনা,
ধায় রে বাঁধিতে প্রেমডোরে সে মনচোরে রে॥
বাসনা মনেতে করি, লোকালয় পরিহরি,
নাথ সনে ফিরি বনে কি কায ছার সংসারে রে॥

বৃন্দে। তাইতো রাজকুমারি, তোমার ভাব্ দেখে মন যে আমার অস্থির হচ্চে—তা সখি, এতো উতলা হলে চল্‌বে কেন, ভাই মন স্থির করে দেখ দেখি দুদিক রক্ষার কোন উপায় আছে কি না?

রাধিকা। ভাই, আমিতো ভেবে এর কোন সদুপায় দেখ্‌তে পাইনে।

বৃন্দে। রাজকুমারি, আমিতো পূর্ব্বেই বলেছিলেম্ যে কালার প্রেমে কায নাই, তখন আমার কথায় কর্ণপাতও কর নাই, এখন সৈ লোক নিন্দে সহ্য কর্ত্তে পার্‌বে না বল্লে চল্‌বে কেন।

রাধিকা। সত্য সখি, তাঁকে দেখ্‌লে প্রতিজ্ঞা দূরে থাক, সংসারের একটী কথা ও মনে থাকে না—ভাই তুমি ভিন্ন এ বিপদ হতে পরিত্রাণের আর উপায় দেখতে পাইনে, তোমা হতেই প্রাণনাথকে পেয়েছি, এখন যাতে দুকুল রক্ষা হয় সখি, তোমাকে সেইটী কর্‌তে হবে।

বৃন্দে। সখি.! ব্যস্ত হলে কিছুই হবে না, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—কিন্তু ভাই, তোমায় যা বল্‌বো তাই কত্তে হবে—কেমন পার্‌বে কি না আগে বল? তা না হলে আমি দোষে খালাস্।

রাধিকা। সৈ, তুই যা বল্‌বি আমি তাই কর্‌বো—এখন কি কর্‌তে হবে ভাই শীঘ্র করে বল্; আমায় আর অনর্থক ক্লেশ দিস্‌নে।

বৃন্দে। ওমা, কথা না বল্‌তে বল্‌তেই তোমায় ক্লেশ দেওয়া হলো,—সখি, তোমার কর্ম্ম নয়, তুমি ভাই পার্‌বে না।

রাধিকা। ভাই, এখন ছল ধর্‌বার সময় নয়, যা বল্‌বার বল্, আমি সত্য বল্‌চি, প্রাণপণে সে কায কর্‌বো।

বৃন্দে। ওকি রাজকুমারি, সত্য কথা বল্লে ছল ধরা হয় আমি তাতো জানিনে—ভাই, আগে মনস্থির কর, উতলার কর্ম্ম নয়।

রাধিকা। তোকে সখী কথায় আঁটা ভার, আমি ভাই এই মন-স্থির কল্লেম, এখন কি কত্তে হবে বল্?

বৃন্দে। যা বল্‌বো সত্য কর্‌বে?

রাধিকা। আমার সত্যে ও কি তোর বিশ্বাস হয় না।

বৃন্দে। ভাল সৈ—

গীত।

পিলু জংলা—খেম্‌টা।

চল যাই গৃহে ফিরি, আর সহে না।
এ প্রেম গোপনে কভু রহে না রহে না॥
কেন সে কালার লাগি, হবে কুল মান্‌ ত্যাগী,
(সখি,) দিবানিশা এককালে অসাধ্য সাধনা॥

রাধিকা। আর ভাই বিদ্রূপ করিস্‌নে—সখি, কি উপায় আছে সত্য করে বল্‌।

বৃন্দে। হ্যাঁ রাজকুমারি, এই কি বিদ্রূপের সময়—আমি ভাই ভাল কথাইতো বলেচি, গুপ্ত প্রেম কখনই লুকানো থাকে না—সামান্য প্রেমের জন্য কুল মান, সব ত্যাগ করার চেয়ে, ঘরে ফিরে যাই চল—ভাই দুদিক্‌ বজায় করা আমার কর্ম্ম নয়।

রাধিকা। সৈ, আমি প্রাণ থাক্‌তে প্রাণনাথকে কেমন করে ত্যাগ কর্‌বো।

গীত।

লুম ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

কিসে বল সখী প্রবোধিব মন।
সে বিনে প্রাণ, করে কেমন ॥
জাগে রূপ সদা যার, মম হৃদয় মাঝার,
ছাড়ি তারে কিসে, রাখি জীবন ॥

বৃন্দে। তাইতো সৈ, তবে এখন উপায়?

রাধিকা। ভাই উপায় তোমার হাত; তুমি মনে কল্লে সব হতে পারে।

ললিতা, বিশাখা ও চম্পক-লতা-পুষ্পমালা হস্তে প্রবেশ।

নৃত্য ও গীত।

তিন জনে—

ঝিঝিট—খেম্‌টা।

শ্যাম সোহাগিনী, রাজার নন্দিনী,
রাধা বিনোদিনী গলে।
পরাব এ মালা, দেখিব তাহে কালা,
ভোলে কি না আজি ভোলে ॥

বৃন্দে। ওলো আহ্লাদ যে ধরে না দেখ্‌তে পাই।

বিশাখা। কেন, ধর্‌বে না কেন, যখন না ধর্‌বে বাকি তোমায় দেবো।

নৃত্য ও গীত।

তিন জনে—

থাম্বাজ—খেম্‌টা।

ধর হে [illegible] এনেছি মালা সুচিকন্।

[illegible]।
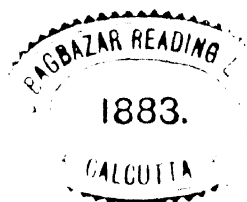
সুরভি ফুলে, গেঁথেচি মালা।

দেখি টলে কি না কালার মন॥

বিশাখা। ওকি সখি, মুক হেঁট করে রৈলে যে?

ললিতা। কেন সখি, কি হয়েচে, কেমন মালা এনেচি দেখ।

চম্পক। ওমা, এ আবার কি, চোক্ দিয়ে জল পড়্‌চে যে, সখি! কাঁদ্‌চো না কি, (বৃন্দের প্রতি) তুমি ভাই এখানে থাক্‌তে প্রাণ সখীর এ দশা দেখ্‌চি কেন?

বৃন্দে। ওলো দেখ্‌তে পাচ্চিসনে, এতো রাত হলো এখন কালাচাঁদ আসেন নাই বলে, মনের দুঃখে কাঁদ্‌চেন— তোরা ভাই একবার যা, শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র করে ডেকে আন।

রাধিকা। তুই সখি আর জ্বালাস্‌নে (অন্য সখিদের প্রতি) না ভাই ও বুড়ো হয়ে বাহাত্তরে পেয়েচে, ওর কথা কেউ শুনোনা, আমার কিছুই হয় নাই।

বৃন্দে। সত্য বল্‌চো কিছুই হয় নাই তবে—

গীত।

বেহাগ—একতালা।

বিধু মুখ শুকালো কেন।
নয়নের জলে অলকা তিলকা, ভাসি
গেছে কোথা চলি।
যত অঙ্গ রাগ অঙ্গেতে মিশিল, তবু
কর চাতুরালা।

(সখিদের প্রতি)

যারে তোরা সখি, যেথা পাবি ধরি
আন্‌গে বনমালী।
যাঁহার লাগিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে, কনক
লতিকা কালী॥

বিশাখা। সখি, কি হয়েচে বল, আমাদের কাছে মন দুঃখ গোপন করা অনুচিত।

বৃন্দে। আর তোদের ন্যাকা পোনায় কায নাই, কি হয়েচে তা এখনো কি বুঝ্‌তে পারিস্ নি—এখন যা বল্লেম তাই কর্‌গে, তা হলেই আবার রাজকুমারীর হাসি মুখ দেখ্‌তে পাবি এখন।

রাধিকা। সৈ, আর ভাই বাক্য যন্ত্রণা দিস্‌নে, এখন যাতে দুদিক রক্ষা হয় সেইটী করে আমার প্রাণ বাঁচা।

বৃন্দে। রাজনন্দিনি! তোমার যে দেখ্‌চি ভাই এটী ধনুর্ভাঙ্গা পণ, বংশীধারীকেও ত্যাগ কর্‌বে না, কুল মান লজ্জায়ও জলাঞ্জলী দিতে পার্‌বে না—তা এদুটী কায কখন একেবারে সম্পন্ন হতে পারে?

ললিতা—ওঁর ভাই ঠাটের কথা শুনিস্‌নে—উনি আবার শ্যামকে ত্যাগ কর্‌বেন—এক দণ্ড যাঁকে না দেখ্‌লে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখেন্ তাঁকে নাকি ভুলে থাকবেন্—আমাদের ভাই ঠাকুরটীও যেমন ঠাক্‌রুন্‌টীও তেমনি—এঁদের ভাব বোঝা ভার—

চম্পক—ভাই কথাটী বড় মিছে নয়—এ ভাবচক্রে পড়ে. আমরা শুদ্ধ ঘুরে মচ্চি—

রাধিকা—সখি! তোমরা যা ইচ্ছা তাই বল—কিন্তু যদি কোন বিহিত কর্‌তে না পার—তা হলে এ প্রাণও রাখ্‌ব না, প্রাণনাথের মুখ দর্শনও কর্‌বো না—

ললিতা—ওকি সখি, অমন প্রতিজ্ঞাও করে—আমরা

সকলে মিলে যাতে তোমার এ কলঙ্ক মোচন হয় তার বিহিত কর্‌বোই কর্‌বো—

বৃন্দে—বিহিত তো কর্‌বে—কিন্তু শেষ "যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়্‌সির ঘুম নাই" যেন সেই যোর যো হয় না।—

রাধিকা—কেন সৈ, তা কেন হবে?

বৃন্দে—তার আর বিচিত্র কি—প্রাণ কৃষ্ণের মুখ্ দেখ্‌লেই সব ভুলে যাবে।—

রাধিকা—সৈ, আগে দেখ, তার পর বল।—

বৃন্দে—কেমন সখি, নিশ্চয় বল্‌চো, আমরা যা বল্‌বো তার বিপরীত কার্য্য কর্‌বে না?—

রাধিকা—ভাই বার বার আমাকে আর ও কথা বলো না—আমি তোমাদের অমতে কোন কার্য্য কর্‌বো না—

বৃন্দে—(সখিদের প্রতি) তবে আর ভাব্‌না নাই—আজ কালা কেমন্ চতুর তা জানা যাবে।

গীত।

রাগিণী-জঙ্গলা।

বৃন্দে—ভাল চতুর রাজে শিখাবো।—
প্রাণ সখার পায়ে ধরাবো।

চম্পক—প্রেম ফাঁসে সে শঠে বাঁধিব।
ললিতা—আঁখি তাহে প্রহরী রাখিব॥
বিশাখা—মন-চোর-মন কাড়ি লবো।
সকলে—মনের সাধ সবে মিটাবো॥

ললিতা। ঐ বংশিধ্বনি শুনা যাচ্চে।—

বৃন্দে—তাই তো লো বংশিধর যে নিকটে (রাধিকার প্রতি) রাজনন্দিনী এসো ভাই এই স্থানে মান্ ভরে বসো—(সখিদের প্রতি) আয় ভাই আম্‌রা প্রহরির কায করিগে আয়—

(সকলে প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান।)

(কৃষ্ণের বংশিধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

সখিগণ—

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কেন কেন শ্যাম হেথা তুমি বল না।
কেন ছলনা॥
যাও, যাও, কমলিনী চাহে না।

গীত।

শ্রীকৃষ্ণ—

মারোয়া—ঝাঁপ্‌তাল।

ক্ষম মোরে যদি থাকে অপরাধ।
মিনতি তব পাশে সেধো না হে বাদ॥
ছাড় হে এ পণ, দারুণ, কঠিন,
কেন বৃথা সখী বল এ প্রমাদ॥

বৃন্দে—বলি ও কালাচাঁদ, আম্‌রা বাদ সাধ্‌চি বল্‌তে তোমার একটু লজ্জা হলো না, মানে মানে ফিরে যেতে বল্‌ছিলেম্ তা সে কথা ভাল লাগ্‌বে কেন—নাকের জলে, চকের জলে, না হলে তো তোমার হবে না—(সখিদের প্রতি) সখিরা আয় ভাই আম্‌রা সরে দাঁড়াই,—যাও শ্যাম, রাজকুমারীর কাছে গিয়ে একবার মজাটা দেখোগে—

(কৃষ্ণ—রাধিকার সম্মুখে)

গীত।

কৃষ্ণ—

সুরট-মল্লার।

কি লাগি মান—ক্ষম প্রিয়ে,
যদি দোষ করে থাকি।

মলিন ও সুধা-মুখ—হেরে বিদরে বুক,
কেমনে-নয়ন-নীর—নয়নে মিশায়ে রাখি ॥

(বৃন্দে ও সখিগণ অগ্রসর)

বৃন্দে। ওকি শ্যাম ওকি,—এতো ছল, এতো কৌশল, সব কোথায় গেল—একেবারে কেঁদে ফেল্লে যে—ভাল ভাই মেয়ে মানুষের পায়ে ধর্‌তে তোমার একটু লজ্জা বোধ হলো না।

ললিতা। ওঁর আবার লজ্জা, ওঁকে দেখ্‌লে ভাই লজ্জা দেশ ছেড়ে পালায়—যেমন ত্রিভঙ্গ আকৃতি— রঙ্গভরা ভঙ্গিমাও তেম্‌নি।

বিশাখা। কেমন এখন্‌ হয়েচে—ও মান্‌ ভাঙ্গা কি তোমার কায, রাজকুমারীর মনোরঞ্জন করা কি রাখালের সাধ্য—যাও ভাই এখন্‌ মাঠে গিয়ে ধেনু চরাওগে ; আর সোহাগে কায় নাই।

কৃষ্ণ। ভাই, বিনা দোষে তোম্‌রা আমায় কেন এতো ভৎর্সনা কর্‌চো—আজ যথার্থ দেখ্‌চি গ্রহ আমায় বিমুখ— তা না হলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে কেন।

বৃন্দে। কেমন, এখন হার্‌ মান্‌লে বল।

কৃষ্ণ। তোমাদের কাছে হার্‌ তো মেনেই আছি।

বৃন্দে। তুমি তো ভাই,পার্‌লে না—আমি যদি তোমার

হয়ে তোমার প্রাণাধিকার মান্ ভাঙ্গ্‌তে পারি, তা হলে আমায় কি দেবে বল।

কৃষ্ণ। সখি, তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেবো।

বৃন্দে। কেমন অন্যথা হবে না।

কৃষ্ণ। না সখি, আমার কথা কখন মিথ্যা হয় না।

বৃন্দে। আচ্ছা ভাই—তবে যাতে আমাদের প্রিয় সখির কালা-কলঙ্কিনী নাম বিমোচন হয়, তাই করে দেও।

কৃষ্ণ। সখি, এতো সামান্য কথা, আমি কালই কর্‌বো।

বৃন্দে। তবে এই নেও ভাই প্রাণসখিকে তোমায় সমর্পণ কর্‌লেম।

(মিলন)

নৃত্য ও গীত।

সখিগণ।

সাহানা—খেম্‌টা।

মরি কি শোভা হইল।
যুগল রূপে মন মোহিল॥
মরকত পাশে হেম, মেঘেতে বিজলি ভ্রম,
মাধবী লতা তমাল বেড়িল।
মানস সরস পুলকে পূরিল॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের বাটী।

(আয়ান বিষণ্ণ মনে উপবিষ্ট।)

(জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি—আরে কোনের ভিতর একা বসে কি কর্‌চো ছা— আজ কাল, কায কর্ম্মে এতো অমনোযোগী দেখচি কেন—ব্যাপারটা কি ?

আয়ান—ব্যাপারটা আমার মাথা আর মুণ্ড—

প্রতি—আরে ভায়া তুমি এমন্ ধারা হলে কি চলে—তোমায় আল্‌গা দেখে চাকর বাকররা গরুগুলোকে এক সন্ধ্যা আদ পেটা আহার দিচ্চে—খড় বিচিলি খোল যে যেম্‌নে পার্‌চে সরাচ্চে—সংসারটা একবারে ছার্‌খার্ দেবার মনস্ত করেচ নাকি—ভাই, আমার কথায় অসন্তুষ্ট হও তো নাচার্—হক্ কথার মার নাই—

আয়ান—দাদা সাধে কি এরূপ হয়েচি—লোক-নিন্দাই

এর্ প্রধান কারণ—ভাই, সমাজের কথা চুলোয় যাক্— আমার মা, ভগ্নি এঁরাও প্রাণাধিক রাধিকাকে অসতী বলেন্ —স্ত্রী অসতী, একথা শুন্‌লে কার না বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়—

গীত।

রাগিণী বারোঁয়া—আড়াঠেকা।

তারে কলঙ্কিনী কয়।
লোক-অপবাদ শেল-আঘাত,
প্রাণে কি সয়॥
প্রাণপ্রতিমা রাধা—শ্যাম-প্রেমে বাঁধা,
শ্যাম-জীবন-ধন আমার সে নয়॥

প্রতি—আঁ্যা, বল কি—এমন্ কথাও কি মুখে আন্‌তে আছে—রাধিকা লক্ষ্মী-স্বরূপা, তাঁকে অসতী বলে এমন সাধ্য কার—ভাই ও সব কথায় তুমি কর্ণপাতও করোনা, লোকে ঘরে বসে কাকে কি না বলে—জনশ্রুতি শুনে এরূপ ব্যাকুল হওয়া, তোমার কোন ক্রমেই উচিত হয় না—ভাই বেলাটা অধিক হয় পড়েচে—আমি তবে এখন্ চল্লেম্—কাল আবার দেখা হবে।

(প্রস্থান।)

(কুটীলার প্রবেশ।)

কুটীলা—দাদা, দাদা, দাদা,—

আয়ান—আরে কেন, কি হয়েচে—

কুটীলা—যা হয়েচে একবার দেখ্‌বে এসো—এই গে তোমার রাধা-সতী কালার সঙ্গে নিকুঞ্জবনে আমোদ প্রমোদ কর্‌চে—আর কিচু নয়—

আয়ান। (যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান) সত্য বল্‌চিস্ রাধা-কৃষ্ণ নিকুঞ্জ বনে একত্র রয়েচে।

কুটীলা। আমি বুঝি কেবল্ তোমার কাছে মিথ্যা কথাই বলে ব্যাড়াচ্চি—স্বচক্ষে দেখে এসেচি—এখন ইচ্ছে হয়, তো চল তোমায় দেখ্‌য়ে দি,—তার্ পর তোমার মনে যা থাকে তাই করো—বাবা বৌয়ের এমন্ বুকের পাটা তো কখন দেখিনি—এই দুই প্রহর বেলা, পর পুরুষের সঙ্গে আমোদ—ওমা ছি, ছি, ছি, কুল বধূর কি এই কায, কালা-মুখীর জ্বালায় লোকের কাছে মুক্ দেখানো ভার—রাত দিন কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বনে ফির্‌বে, ঘরে এক দণ্ড থাক্‌তে মন্ যায় না—ভাল কথা বল্‌তে গেলে তেড়ে মার্‌তে আসে—কলঙ্কিনীর জন্যে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌তে ইচ্ছে হয়—এই তোমার আস্কারা পেয়েই তো এত দূর হয়েচে—তুমি দাব্‌লে কি কখন এমন্ হতো—মা সাধ করে বলেন তুমি মেয়ে মানুষ, কাচা দিয়ে কাপড় পর না—

আয়ান। যা, যা, আর মিচে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বক্তে হবে না—

কুটীলা। তা তো বটেই—আমার কথা ভাল লাগ্‌বে কেন, তোমার রাই কলঙ্কিনী যা বলে তাই ভাল—আবাগি তোমায় সত্য সত্য গুন্ করেচে তা না হলে অমন্ দুটো বড় বড় চোক্ থাক্‌তে তুমি এ সব কিছুই দেখ্‌তে পাও না—ওমা এমন্ মাগের বশীভূত পুরুষ তো কোথাও দেখি নে।

আয়ান। দেখ্ বড় বাড়া বাড়ি করিস্‌নে—অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়,—সাবধান।

কুটীলা। ওমা একবারে দুচক্ষু রক্তবর্ণ হল যে—(ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি যেমন তোমার চকের বালি হয়েচি—মলেই আপদ যায় (ক্রোধে) তোমার মাগ্ যে এত বাড়াবাড়ি কর্‌চে তা তোমার প্রাণে সহ্য হয়,—আর আমার দুটো কথা সহ্য হয় না।

আয়ান।—চল্‌রে কুটীলে চল্ নিকুঞ্জ কাননে।
যথা কালা করে কেলী বিনোদিনী সনে॥
যদি সে যুগলরূপ না হেরি নয়নে।
নিশ্চয় পাঠাব তোরে শমন সদনে॥

(উভয়ে গমনোন্মুখ)

নেপথ্যে।

গীত।

রাগিণী বৃন্দাবনী সারং—আড়াঠেকা।

দৈবকী-নন্দন বিপিন-বিহারী।
দীন-দুঃখ-নাশন গিরি-ধারী॥
রাধা-জীবন-ধন মুরারি বনচারী।
দানব-দল-ভয়-হারী॥

(উভয়ে সচকিত)

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিধুবন-কেলিমন্দির—

(কৃষ্ণ, রাধিকা ও সখিগণ উপস্থিত)

বৃন্দে—শ্যাম, আজ ভাই আমাদের মনের একটী সাধ তোমায় পূরণ কর্‌তে হবে—

কৃষ্ণ—বৃন্দে আমার যদি সাধ্য থাকে তো অবশ্যই পূরণ কর্‌বো—

ললিতা—ওহে মন-চোরের অসাধ্য কিছুই নাই—যে মন্ চুরি করতে পারে সে না পারে এমন কাজ কি আছে ?

কৃষ্ণ—সখি, তোমার কাছে আমি হার মান্‌লেম্—যদি অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়, তাহলে আমি কখনই নিরস্ত হবো না।

বিশাখা—শ্যাম তোমায় ভাই আজো আম্‌রা চিন্‌তে পার্‌লেম না, তুমি কথায় কথায় হারও মানো আবার ভিতর ভিতর প্রতিজ্ঞাও বজায় রাখ্‌তে ছাড় না।

বৃন্দে—ও কে আম্‌রা আর কোত্থেকে চিন্‌বো বল—আমাদের রাজনন্দিনীই চিনেচেন (কৃষ্ণের প্রতি) কেমন হে, নাকের জলে চকের জলে হওয়াটা মনে পড়ে কি? বলি পায়ে ধরাটা কি ভুলে গেচো—

(সখিগণ হাস্য)

গীত।

কৃষ্ণ—

রাগিণী গৌড় সারং—একতালা।

নব সরোজ হেরিলে কি আর।
অলি পারে কভু, ভুলিতে সে সুধার আধার॥
ভ্রমি রাধা চরণ, বিকচ নলিন,
যতনে লভিল মন-মধুকর॥

বৃন্দে—ওহে আর ছলে কায নাই—ঢের হয়েচে—এখন আমাদের কথার একটা উত্তর দেও—পার্‌বে কি না স্পষ্ট করে বল—তার পর বোঝা যাবে—

কৃষ্ণ—সখি, তোমাদের কি সাধ্ পূরণ কর্‌তে হবে বল।

বৃন্দে—আজ প্রাণ-সখি রাজা হবেন—আর তুমি প্রহরির বেশ ধারণ করে তাঁর প্রহরির কার্য্য কর্‌বে—আমরা তাই দেখ্‌বো—

কৃষ্ণ—তাঁর আর বিচিত্র কি বল—আমি অবশ্যই তোমাদের এ সাধ পূর্ণ কর্‌বো—

বৃন্দে—শ্যাম, এই গুণেই তোমায় লোকে ইচ্ছামায় বলে—প্রাণসখি না বুঝেই কি আত্ম-সমর্পণ করেচেন্।

চম্পক—সে চকোর না হলে সুধাকরের সুধা আর কে পেতে পারে বল—

নৃত্য ও গীত।

সখিগণ—

রাগিণী পিলু—খেমটা।

রাই সুধাকর, তু শ্যাম চকোর।
পান কর মধু প্রাণ ভরি হে,
সুধা-দানে মোরা নহি কাতর ও শ্যাম-চকোর॥
প্রেম-ভিখারিণী, মোরা সব হে,
প্রেম-আশে নিশি করিব ভোর ও শ্যাম চকোর॥

রাধিকা। নাথ, অকস্মাৎ মন আমার এতো চঞ্চল হচ্চে কেন? বোধ হচ্চে যেন কোন্ ঘোর বিপদ উপস্থিত-আমার কি চিত্ত-ভ্রম হচ্চে—না সুখান্তক ভাবি দুঃখের ভার মনকে এরূপ কর্‌চে? আমি যে এর কারণ স্থির কর্‌তে পার্‌চিনে—নাথ, মন্ যে আর প্রবোধ মান্‌চে না—বোধ হচ্চে যেন আয়ান এখানে আস্‌চে—

কৃষ্ণ। প্রিয়ে এতো উতলা হচ্চো কেন, তুমি কি সকল কথা ভুলে গেলে—আয়ান কি আমাদের এ প্রেমের তত্ত্ব জানে না—

রাধিকা। নাথ, জান্‌লে কি হবে অসহ্য লোক গঞ্জনায় রাগত হয়ে যদি সে তোমায় কটু কথা বলে—আমাকে জন সমাজে কলঙ্কিনী বলে পরিগণিত করে—তা হলে কি হবে—

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ভয় কি, যদি আয়ান এস্থানে উপস্থিত হয় তা হলে যোগ বলে আমি এখনি কালী মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বো।

রাধিকা। ঐ দেখ নাথ! আমি যা ভেবেচি তাই হয়েচে—আয়ান কুটীলের সঙ্গে এই দিকে আস্‌চে—

(কৃষ্ণ কালী মূর্ত্তি ধারণ, রাধিকা জবা ও বিল্বদলে চরণ পূজা।)

(সখিগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান।)

(রাধিকা ও সখিগণ।)

ধ্যান।

রাগিণী—বেহাগ।

গীত।

অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী।
দীন দুর্গতি নাশিনী বিঘ্ন বিনাশিনী॥

শ্যামা নীরদ বরণী, বিশ্ব বিমোহিনী,
নীল-নলিন-নয়নী, হর মন রঞ্জিনী,
ভব সুখ প্রদায়িনী, ভব ভয় নিবারিণী,
তার এ দীনে, তব পদ ছায়া দানে,
ক্ষম অপরাধ জগত জননী॥

কুটীলা। (স্বগত) ওমা! এ আবার কি, এই দেখে গেলেম কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে একত্র কেলী কচ্চে, এর মধ্যে আবার কালী কোথা থেকে এলো? কে জানে মা, কালা যে ভোজ বিদ্দে জানে আমি তাতো জানিনে। (প্রকাশ্যে) দাদা! এ সব কালার চাতুরী, ও না কত্তে পারে এমন কায নাই— ভোজ বিদ্দে না জান্‌লে দুদের ছেলে হয়ে কি কখন পুতনা বধ কর্‌তে পারে—যদি ভাল চাও তো দুজনকে লাঠি মেরে মেরে ফেল—না হলে শেষ পস্তাতে হবে।

আয়ান। দ্যাখ কি বল্‌ব তোকে বধ কল্লে স্ত্রী হত্যার পাতক হবে, নইলে এই যষ্টির দ্বারাই—(যষ্টি উত্তোলন)

কুটীলা। (স্বগত) আজ বড় ঠক্‌লেম, এমন হবে তা কে জানে, আচ্ছা আমিও শীঘ্র ছাড়্‌বো না—এ অপমানের প্রতিশোধ নেবোই নেবো—এখন্‌ যাই, দাদা যে রেগে রয়েছেন—

আয়ান। (ভক্তিভাবে মহামায়ার স্তব)

গীত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

তুমি বিশ্ব মোহিনী—জগত জননী।
সৃষ্টি স্থিতি তুমি সর্ব্ব সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী॥
কুআশা কুয়াষা ঘোর, ঘেরেছে মন আমার,
জ্ঞানালোক বিনা ত্রাণ—নাহি নিস্তারিণী॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী।

(কৃষ্ণ যশোদার অঙ্কে অচৈতন্য।)

যশোদা। একি হলো; অকস্মাৎ নীলমণি এমন্ হলো কেন—বিধি, তোর মনে কি এই ছিল—এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাছার সর্ব্বাঙ্গ হীম হয়ে পড়্‌লো—দিদি ও দিদি আমার বুঝি আজ কপাল ভাঙ্‌লো—আমার গোপালের কি হলো দেখ্‌সে আয়—

(রোহিণীর প্রবেশ।)

রোহিণী। দিদি একি—গোপাল এমন হলো কেন—আমাদের পোড়া অদৃষ্টে কি সুখের লেশমাত্র নাই—ওহ।—

(রাধিকা, বৃন্দা, বিশাখা ও ললিতার প্রবেশ।)

গীত।

যশোদা ও রোহিণীর খেদ।

রাগিণী ভৈরবী।

কি হলো গোপাল কোথা গেলরে,
আঁধারি গোকুল।
হেরি দশদিক শূন্যময় প্রাণ আকুল,
কেমনে নিবারি নয়ন বারি॥
যাদুমণি ওঠ রে, ওঠ রে নীলমণি,
কি ভাবি মনে, কি দুঃখে বলরে-হেন ভাব হেরি,
বারেক মা বলি ডাকি, রাখরে জীবন, জীবন ধন॥

গীত।

সখিগণ—

জয় জয়ন্তি—একতালা।

কেঁদনা কেঁদনা আর—কি লাগি এ আঁখি নীর।
তোমার এ দশা হেরে—ব্যাকুল অন্তর॥
বৃথা প্রাণ কৃষ্ণ ধন—অকল্যাণ কর কেন
রাহু-গ্রস্ত শশধর—থাকে কি গো নিরন্তর॥

(নন্দ, উপানন্দ, শ্রীদাম, সুবল ও
বলরামের প্রবেশ)

নন্দ। ভাই উপানন্দ, এ যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখ্‌ছি—এখন উপায়—কিরূপে গোপালের প্রাণ রক্ষা হবে—ওহ। প্রাণ যে আমার অত্যন্ত অস্থির হচ্চে—

উপানন্দ। দাদা ভয় কি, চিকিৎসা কর্‌লেই গোপাল আরোগ্য হবে—চলুন, যাতে শীঘ্র বৈদ্যকে আনা হয় তার চেষ্টা দেখা যাক্‌গে।

(নন্দ ও উপানন্দের প্রস্থান)

বলরাম। ভাই এমন হলে কেন—দাদা ওঠ—বল ভাই একত্রে গোচারণে যাই—তোমার এ দশা যে আর দেখ্‌তে পারিনে ভাই।

শ্রীদাম। দাদা তোমায় ছেড়ে কি করে জীবন ধারণ কর্‌বো, কার সঙ্গে আর বন ভ্রমণে যাবো—ভাই যদি কোন অপরাধ করে থাকি মার্জ্জনা কর—একটী কথা কও, ওহ! এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না—

(জটীলা ও কুটীলার প্রবেশ।)

জটীলা। (যশোদার প্রতি) হাঁ৷ গোপালের কি হয়েছে গা? আমরা শুনে তাড়াতাড়ি আস্‌চি—এই যে বাছার মুখ খানি একেবারে নীল মেড়ে দেছে—(অঙ্গ স্পর্শ করিয়া-

স্বগত) মরেচে দেখ্‌তে পাই যে, আ! আপদ গেছে—(প্রকাশ্যে) তাইতো বাছার হলো কি, উপদেবতার নজর হয়েছে নাকি—

কুটীলা। (স্বগত) উপদেবতার নজর হবে কেন—যমের নজর হয়েছে (প্রকাশ্যে) সন্নিপাতে ঘের্‌লেও ঘের্‌তে পারে।

(নন্দ ও উপানন্দের বৈদ্য লইয়া প্রবেশ।)

নন্দ। এই দেখুন—অকস্মাৎ এরূপ কেন হলো বল্‌তে পারিনে—

যশোদা। বাছা যদি তুমি আমার গোপাল্‌কে বাঁচাতে পার, তা হলে চীরকাল তোমার কেনা হয়ে থাক্‌বো—

বৈদ্য। মা, চিন্তা কি, (হস্ত স্পর্শন) যাতে গোপাল রক্ষা পায়, আমি এখনি তার বিহিত্‌ কর্‌চি—(খড়ি পাতিয়া গণনা) এখন ঔষধ তো স্থির করেচি—কিন্তু আশা যে বড় সুকঠিন্‌ দেখ্‌তে পাই—

যশোদা। বাছা কি ঔষধ বল—যদি প্রাণ দিলেও পাওয়া যায় আমি তাতেও প্রস্তুত—

বৈদ্য। মা হয়ে সন্তানের ঔষধ আন্‌লে কোন উপকার হবে না—যদি অপর কোন সাধ্বী স্ত্রী, সহস্র ছিদ্র কুম্ভে যমুনা হতে বারি আনয়ন করে—সেই বারি স্পর্শনে আপনার গোপাল আরোগ্য লাভ কর্‌বেন—তার আর কোন সন্দেহ নাই—

যশোদা। এই বৈতো নয়—তার আর ভাবনা কি—(জটীলার প্রতি) মা, তুমি একজন ব্রজের প্রধানা সতী, তুমি ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কে পারবে—জল এনে আমার প্রাণ-গোপালকে বাঁচাও—

জটীলা। কৈ কলসি কৈ—আমি এখনি আনচি—

(কুম্ভ কক্ষে প্রস্থান)

নেপথ্যে।

গীত।

মুলতান—আড়াঠেকা।

বিনা সে করুণাময় কৃপা বিতরণ।
আশার সুসার কভু না হয় কখন॥
কায় মনে যে জন লয় তাঁর শরণ,
কি আছে ভবে হেন অসাধ্য বল তার॥
দম্ভ অভিমান যে—তাঁর প্রিয় নহে রে,
গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারী সে শ্রীমধুসূদন॥

(জটীলার শূন্য কুম্ভ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন।)

জটীলা। মিন্সের যেমন কথা, একটা আদটা নয়, কিনা সহস্র ছিদ্র কুম্ভে জল আন—যা হবার নয় তাই-এই

তোমাদের কল্‌সি নেও, দেখি এখন্ কোন সতী জল্ আনে -

কুটীলা। যদি না পার্‌বি তো গেলি কেন—কেবল্ লোক ঢলান বৈতো নয়—সতীর অসাধ্য কি আছে—

বিশাখা। না হয় তুমি একবার দেখনা—আপ্‌সোস্‌টা থাকে কেন—

কুটীলা। দেখ্‌বো না তো কি—তোদের মত অসতী নৈ যে ভয় পাব—এই এখনি চল্লেম—

(প্রস্থান)

জটীলা। (যশোদার প্রতি) হাঁ বাছা এ বদ্দিটেকে কোত্থেকে এনেচো -

যশোদা। মা, আমি বল্‌তে পারিনে, ওরা আনেন্ -

জটীলা। পোড়ার দশা আর্ কি—যেমন উন্‌পাঁজুরে বদ্দি, আকাশ ফোঁড়া অষুধ্ ও তেম্‌নি—এমন কুষ্মাণ্ড না হলে, কি অমন ব্যবস্থা কর্‌তে পারে—ছ্যাঁদা কল্‌সিতে কেউ জল ও আন্‌তে পার্‌বেনা তোমার গোপাল ও আরোগ্য হবে না -কেবল লাভে হতে আমাদের অপকলঙ্ক রট্‌লো—

এখন্ ভাল পরামর্শ শোন তো, মিন্‌সে কে এখনি দূর করে দিয়ে অন্য বৈদ্য আন -

(শূন্য কুম্ভ হস্তে কুটীলার প্রবেশ।)

বিশাখা। ওমা, এই যে ইনি ও মুখ চুন্ করে আস্‌ছেন

—(কুটীলার প্রতি) কেবল মুখে আস্ফালন কল্লেই তো হয় না—সতীত্ব নাড়া দিলেই কি লোকে সতী বল্‌বে—

কুটীলা। ওলো তোর আর মুখ নাড়ায় কায নাই—অমনি ভাল—আম্‌রা সতী কি না তা ব্রজের সকলেই জানে—আম্‌রা যখন জল আন্‌তে পাল্লেম না, তখন আর কে আনে তা দেখ্‌বো—

যশোদা। (বৈদ্যের প্রতি) বাবা যখন ব্রজের প্রধানা সতীরা জল আন্‌তে পাল্লেন না, তখন আর যে কেউ আন্‌তে পার্‌বে তাতো বোধ হয় না—এখন উপায় (ক্রন্দন) আমি গোপালকে বুঝি জন্মের মত হারালেম্—

বৈদ্য। মা স্থির হন্—দেখ্‌ছি (গণনা) এই যে আর চিন্তা নাই—ব্রজ মাঝে রাধা নামে কে সতী আছেন, তিনি মনে কর্‌লে জল এনে দিতে পারেন্—

কুটীলা। অমন্ গণনার মুখে ছাই, খুঁজে খুঁজে সতী বার কর্‌লেন দেখ—

যশোদা। দেখাই যাক্ না—যে প্রকারে হক্ গোপাল রক্ষা পেলেই হলো—(রাধিকার প্রতি) মা জল আন্‌তে যাও—

রাধিকা। মা আমি কি পার্‌বো ?

যশোদা। গণনা যদি মিথ্যা না হয় তো অবশ্য পার্‌বে—

রাধিকা। দেখি বিধাতা কপালে কি লিখেছেন্।

(রাধিকা, সখিগণ সমভিব্যাহারে বারি আনয়নার্থ প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যমুনা তট।

(রাধিকা সখিগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত।)

রাধিকা। সখি ! পা যে আর চলে না—আমার মনের ভিতর যে কি হচ্চে তা অন্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন-প্রাণেশ্বর এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি শেষ এই ছিল—কুল, মান, প্রাণ মন সকল সমর্পণ করে অবশেষে তোমার বিরহ যাতনা ভোগ কত্তে হলো—ওহ ! সখি, আমি কি জল এনে প্রাণনাথের জীবন রক্ষা কত্তে পার্‌বো? ব্রজের সাধ্বী রমণীগণ যা পাল্লেন না, আমা হতে সে কার্য্য কি সম্ভব। নাথ! তুমিই তো বলে ছিলে যে আমার কালাকলঙ্কিনী নাম খণ্ডন কর্‌বে—দীন-নাথ ! আমি অনন্ত-কাল এ কলঙ্ক রাশি ভোগ কত্তে পারি, কিন্তু তোমার বিরহ যে এক মুহূর্ত্তও সহ্য কর্‌তে পারিনে—দয়াময় ! দাসীকে এ ঘোর বিপদসাগর হতে পরিত্রাণ কর নতুবা এ যমুনার জলে ছার প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো।

ললিতা। সখি এতো ব্যাকুল হচ্চো কেন—আমার

নিশ্চয় বোধ হচ্চে যে করুণাময় তোমার কলঙ্ক মোচন কর্‌বার জন্যই এই কার্য্য করেছেন—ভাই তিনি যে ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছায় কি না হতে পারে—

বৃন্দে। ভাই, মধুসূদন যার সহায় তার আবার ভাব্‌না কি—সখি চল, আর বিলম্বে কায নাই—দীননাথ অবশ্যই আমাদের উপর মুখ তুলে চাইবেন।

ললিতা। চল সখি, চল—ভয় কি।

রাধিকা। দয়াময়! অধিনীকে তুমি কত ভাল বাস তা আজ জান্‌বো—

(বারি পূর্ণ কুম্ভ যমুনা হইতে উত্তোলন।)

সখিগণ। (আনন্দে) কেমন্ সখি কেমন আমরা বলে ছিলেম তো- যে বিপদ ভঞ্জন যার সখা তার কি বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

গীত।

রামকেলী—ভর্‌তঙ্গা।

চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই।
লয়ে বারি, দেখিব কে বলে অসতী রাই ॥
যশের সৌরভে জগত পূরিবে,
পাইবে প্রাণ, প্রাণ কানাই,
কুটিলার মুখে পড়িবে ছাই ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ ভবন।

[কৃষ্ণ, যশোদার অঙ্কে অচৈতন্য—নন্দ, উপানন্দ, শ্রীদাম বৈদ্য, সুবল, বলরাম, জটীলা, কুটীলা, ও রোহিণী উপস্থিত।]

যশোদা। (রোহিণীর প্রতি) দিদি, এতো বিলম্ব হচ্চে কেন—রাধিকা যে অনেক ক্ষণ গিয়েছে—

রোহিণী। তাই, তো কিছুই বুঝ্তে পাচ্চিনে—

বৈদ্য। মা ভয় নাই—আমার্ গণনা কখনই মিথ্যা হবে না—রাধিকা অবশ্যই বারিপূর্ণ পাত্র আন্‌বেন—

কুটীলা। আ মরি! তুমি ও যেমন্ গণৎকার, রাধা ও তেম্‌নি সতী—এমন্ গণনার চেয়ে পাঁজি পুঁতি গুলো যমুনার জলে ভাসিয়ে দিলে ভাল ছিল।

বৈদ্য। অনর্থক কটুবাক্য প্রয়োগ করেন কেন—একটু অপেক্ষা করুন না—

জটীলা। পোড়ার দশা আর কি—বড় বড় সতী ঘোল খেয়ে গেলো, রাধিকা কি না সহস্র ছিদ্র কুম্ভে জল আন্‌বে—মিন্‌সের কথা শুনে গা জ্বলে উঠ্‌চে—

(রাধিকা ও সখিগণের প্রবেশ)

(বারি-স্পর্শে কৃষ্ণের আরোগ্য লাভ)

(নন্দালয় আনন্দে পরিপূর্ণ)

(জটীলা ও কুটীলা অধোমুখে প্রস্থান)

(যশোদার অঙ্কে কৃষ্ণ ও রাধিকার—উপবেশন)

গীত।

পরজ কালাংড়া—খেম্‌টা।

সখিগণ—আঁখি ভরি দেখ লো সৈ, আঁখি
ভরি দেখলো ॥
রমণীর শিরোমণি, ধরামাঝে হেন মণি কৈ—
রূপেতে আলো, করেছে ভাল ॥
পুরুষগণ—জয় জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকা-রমণ।
ভকত-বৎসল ভব-ভয়-নিবারণ ॥
সখিগণ—কেশব প্রাণ, পুতলিরে রাই—
মিলি দোঁহে এক ঠাঁই,
গকুল আলো করেছে ভাল ॥
পুরুষগণ—জয় জয় লোক-পাল, মদন মথন।
কেশব করুণাময় পতিত পাবন ॥

সমাপ্তঃ।

PRINTED BY R. N. GHOSE, AT THE NEW ARYA PRESS.
43/1 BHOWANI CHURN DUTT'S LANE, CALCUTTA :

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।			স্ত্রী।		
শ্রীকৃষ্ণ	...	...	রাধিকা	...	...
বলরাম	...	...	বৃন্দা	...	...
শ্রীদাম }	...	...	ললিতা	...	...
সুবল }	...	...	বিশাখা	...	...
নন্দ	....	...	চম্পকলতা	...	...
উপানন্দ	...	...	যশোদা	...	...
আয়ান	...	...	রোহিণী	...	...
			জটিলা	....	...
			কুটিলা	...	...

বৈদ্য প্রতিবাসী—ইত্যাদি।